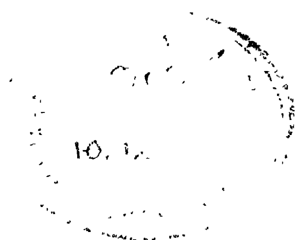
স ঞ্চা রী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



কবিতা ভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

প্রকাশক—
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭এ, একডালিয়া রোড
বালিগঞ্জ।

প্রথম সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ১৯৪১
ভাদ্র ১৩৪৮
মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীমণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মুখার্জ্জী প্রেস
৫এ, নূরমহম্মদ লেন
কলিকাতা।

উৎসর্গ

মা'কে

লে খ কে র

গল্পের বই

পঞ্চমী—১।০

কবিতার বই

সংক্রান্তি—১৲

এই বইয়ের অধিকাংশ কবিতা গত চার পাঁচ বছরে প রি চ য ক বি তা চ তু র ঙ্গ নি রু ক্ত এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি নতুন রচনাও দেওয়া হয়েছে।

শম্ভু সাহা, সৌরীন মিত্র এবং বিজন চট্টোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করেছেন অনেক রকমে। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বি প্র মুখ

শাশ্বত .

রুক্ষ মাটির গেরুয়া-বিলাসী সজ্জা
স্বরূপরক্ষী আকাশের নব কৌতুক
বর্ষোচ্ছ্বাসে উন্মেষী নদী-লজ্জা
কুমারী ধরার সেই তো অনাদি যৌতুক।

তীর-মৃত্তিকা গড়ে তোলে দ্বীপ জলমাঝে
কেন্দ্র-বিরতি দূরে ঠেলে দেয় বালুরাশি
প্রথম যেদিন চাঁদ উঠেছিল নীল সাঁঝে
কালো পৃথিবীর মুখে ফুটেছিল ক্রূর হাসি।

পুরানো পাহাড়-কোলে পড়ে রয় কালো পাথর
তারে ঘিরে আঁকে সবুজ নরম আল্‌পনা
গুহা-মানুষের গূঢ় মানসের কথা কাতর
প্রথম প্রয়াসে প্রকাশ-উগ্র কল্পনা।

লীলায়িত রূপ কতো না দেখেছে মূঢ় আঁখি
পরিচিত স্মিত, আলুলিত কালো কেশপাশ
তবু তো কবিতা সেই আলোছায়া নেয় মাখি'
চেতনার পটে ফোটায় অভূত রসভাস।

রোমান্টিক

যে দিন আকাশে প্রথম তারার ছায়া—
সাগর-দোলায় সুদূর নীলের নির্জ্জনে
মদির-গন্ধি হাওয়া
স্তিমিত আলোয় কেঁপেছিল শিহরণে,
রাজকুমারের উদাসী চোখের চাওয়া
খুজে ফিরেছিল নিকষ তিমিরে
ভেসে-আসা দূর স্বপ্ন-সমীরে
ঘন কুন্তল-মায়া।

ব্যর্থ, অলীক—তারি সন্ধান
আজিও খুঁজিছে কবি।
জানে পৃথিবীর দৈন্য ছলনা
নিপীড়িত সুখ, বিফল বেদনা
অসম্পূর্ণ প্রেরণার গান
কিছুই থাকেনা—সবি

নিরুচ্ছ্বাসের বাণীহীনতায়
ক্ষুব্ধ আবেগ ধূলায় লুটায়
নিমেষে মরণাহত

সেই অদম্য স্বপ্ন-বিলাস
শেষ-রজনীর পাণ্ডু নিরাশ
আদিম চাঁদের মত
কামনার পারে ক্ষীণায়িত হলো।
অক্ষম কবি-আঁখি ছলো-ছলো
নীল তারকার দেশে
দেখিছে স্বপ্ন নিত্য মেলায়,
অনুচ্চারিত প্রাণের নেশায়
নীহার-সুপ্তি মেশে।

পুরাতন

উন্মন দিনে যৌবন-উৎসব।
স্মৃতিসন্ধানী বিলাস-পুরাণ পড়ে আর ফিরে চায়—
হাসি-আলো কবে নিভে গেছে হায়,
মনে পড়ে শুধু প্রগল্‌ভ কলরব।

গোপন সানুর সোনালি ধ্বনিতে পাহাড় অভ্রভেদী
রূপালি তুষার-খচিত সে চায় নীল আকাশের বেদী।
রক্ষ বক্ষ 'পরে
শ্যামলিমা-হারা শুভ্রশিরের অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

উৎসবের আদিম কাননে
যত ফুল, যত ফল ফুটেছিল বর্ণে আর রসে,
ঝরিবে এবার বুঝি। তাই শোভা প্রতীচী গগনে
অভ্যাসের অধ্যাসের—দিনান্তের দিগন্ত-ব্যর্থতা।

শিহরায় পাণ্ডুদেহ মৃত্তিকার শিশির-পরশে
ভুলে যায় কবেকার করভার কুমারী-মত্ততা।

পলাতক

ঘোড়ার খুরের ধ্বনি বাতাসে মিলায়।
উদাস পথিক হাওয়া আকাশ-কুলায়
নীড়হারা শব্দটিরে
সুদূর নীলের তীরে
বিধূনিত তরঙ্গের সুরের মাথায়
অসীম মমতা ঘিরে ভুলে রেখে যায়।

প্রকৃতির উঞ্ছবৃত্তি আবার কোথায়
খুঁজে মরে হায়!
কোথাকার নিপীড়িত চিহ্ন মানুষের
কবেকার ভুলে-দেখা মুখ ক্ষণিকের
অমনি নিঃসঙ্গ কোনো পৃথিবীর রেশ
টুক্‌রো পালিয়ে-যাওয়া কথার উচ্ছেষ।

জীবনের মরা গাঙে

জীবনের মরা গাঙে
কতো অভাবের সঞ্চিত তৃষা আদিম নিগড় ভাঙে।
গোপন উৎস হ'তে
নেমে আসে স্রোত তীক্ষ্ণ ভাষায় উপল-কঠিন পথে।
অনামী দেশের হাওয়া
করে দুই তীর উছল অধীর নতুন নেশায় ছাওয়া।
হোক্ সে উতলা বান্
তারি লাগি কাঁদে মাটির পৃথিবী, বুকেতে অজানা টান।

যে-দিন নামিবে নদী
বিপুল সাগর দূর থেকে শুধু ডাক দেবে নিরবধি,
সে-দিন ব্যর্থ রেখা
স্থাণু পাহাড়ের শিরে আঁকা র'বে পরাজয়-মসীলেখা।

শৃঙ্খল

"Oh ! what a life, how flat and stale—
How dull, monotonous and slow !" *Davies.*

শামুক চলে মন্থর-ধীর গতিতে ;
তবু, যাবার পথে এঁকে দিয়ে যায়
সূক্ষ্ম দীর্ঘ বিচিত্র এক রজত-শুভ্র রেখা।
আমিও চলি অমনি শ্লথ ভঙ্গীতে
তবু, শত চেষ্টায় পারিনা একটি
ছোটো কবিতায় সুর দিতে।

পাখীরা থাকে মৌন ও মূক পালক-ঝরার বেলায় ;
তাহাদের সেই স্থবির স্থাণুতা আমার মুখেতে আঁকা।
পর-নির্ভর শিশুর মতই সব কিছু পাই নিয়মিত,
একটি মহিলা-মালিক আমায় আঁচলে বেঁধেছে আজীবন।

হায় রে একনিষ্ঠতা—নির্ব্বোধ আর নির্ব্বাধ !
কতো স্পন্দনহীন, অর্থবিহীন
জীবনের পরিবেষ্টনী !
গান কী কভু কণ্ঠে ফোটে তার মাঝে ?
ভাবি বিস্মিত হ'য়ে
উড়িয়ে দেওয়া যায় না নির্ভয়ে
এই মরণাবর্ত্ত গতানুগতিক
ক্রমিক দিনের শৃঙ্খলা ?

শ্রান্তি

বর্ষণ—শুধু বর্ষণে মন ক্লান্ত।
একই শব্দের আবর্ত্তনেতে
পৃথিবী নিঝুম শান্ত।

মূষল ধারায় বারি-পতনেতে
পাহাড় গাছের ছায়া
কুঞ্চিত নদীবক্ষে বিছায়
মৃত্যু কুহেলি-কায়া।
মৃত অরণ্য-জাগরস্বপ্ন, মৃদু শিহরণ ক্ষান্ত।

বাক্য—শুধুই বাক্যে অরুচি ধরে।
একই প্রসঙ্গ আলোচনা খোঁজা
মামুলি তর্ক-ভরে।

অনাদি ভাষার সনাতন বোঝা
করে নিঃশ্বাস ক্ষীণ
এর চেয়ে ভালো শিশুর পাখীর
কাকলি অর্থহীন।
গান ঘুরে মরে শব্দ-প্রাচীর সুরের কবর ’পরে

বিধাতা ঢাকিবে মুখ

উপাড়িয়া ফেলো চন্দ্র সূর্য্য।
তাহাদের সাথে জ্যোতিহীন করো প্রতিটি তারার আলো।
নভস্থলের অঙ্গন হ’তে
ধুয়ে মুছে দাও কুশ্রী বিফল প্রাচীন চিহ্ন যত।

অতিবিস্তৃত নির্বোধ হাসিমাঝে
শ্বাসরোধ করো সূর্য্যের।
তার পাণ্ডুরমুখী সুকুমারী বোনটির
গলায় জড়াও মেঘ-চাদরের রেশমী রঙীন্ ফাঁসি।
আর, মিটমিটে যত শয়তান শিশু রজনীর—
শীতল দ্বিপ্রহরে
চাবিয়ে ধরো সে মেরুসাগরের ধবল তুষারতলে।

আকাশ হইলে মুক্ত
কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভগ্ন বিধাতা দেখিবে উঠে
শ্লেষ্মাজড়িত চোখে
বুদ্বুদসম ছোটো পৃথিবীর অসহায় ঘুরে-মরা
তারকাবিহীন নিরালোক ওই নীহারপুঞ্জ মাঝে।

ক্ষণিক খেলার খেয়ালে রচিত পৃথ্বী
অর্থ-বর্ণ-জ্যোতি হারালো বাসনা-সিদ্ধি হ'লে।
শূন্যগর্ভ অন্ধকারের সীমাহীন তলদেশে
ঘুরিছে ধরণী অকারণে আল্‌পিনের মাথার মত।

তখন জাগিবে মনে
শিল্পীর ব্যথা, প্রমোদের গ্লানি, দুঃসহ পরাজয়
কুৎসিত নিজ সৃষ্টি হেরিয়া বিধাতা ঢাকিবে মুখ।

আত্মপর

আপন সত্তারে প্রকাশিতে
যা চেয়েছি যা মেলেনি, তাহারে ধরিতে
খুঁজে ফিরি প্রতিদিন ;
নিভেছে মনের আলো, সুকোমল বৃত্তি হ'ল ক্ষীণ।
নাহি আসে যায়
স্বার্থান্বেষী আত্মপর আর যত লোকের নিন্দায়।

আমি জানি ঠিক্,
এ জগতে যারা পিষ্ট উঞ্ছভোগী নয়ন-প্রান্তিক,
পড়ে' রয় তারা,
আপন দুঃখের মোহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বহারা।
নিজেরে নামানো নীচে
সাহিত্যপূরণ শুধু ; অদৃষ্টের অভিশাপ মিছে।

সেই তো বাঞ্ছিত—
মেয়েলি প্রসাদে তুচ্ছ নহে কো যে কৃতার্থ বিজিত।
ঊর্দ্ধগ যাহার
ব্যক্তিত্ব-প্রসার প্রেম পরিবেশ সমাজ তাহার
নিত্য উপকরণের মত
কাজে লাগে। চিত্তে জাগে আমরণ আত্মপ্রসূ ব্রত।

মৃত্যু

(নির্ম্মলগোপাল' কে)

'নিয়তি মৃত্যু কাল—
যে যাহা বলুক, দু'জনের মাঝে রচিছে অন্তরাল
ব্যবধান বাড়ে আর ছিঁড়ে পড়ে
পুরানো স্মৃতির জাল।

আমরা বিগত জীবন-শবের বাহক
শুধু বার বার দেখি নির্ম্মম সায়ক
কেমনে বিঁধেছে হৃদিমূলে।

মর্ম্ম-রাঙানো বসন সরায়ে চলে যাই
বিস্মৃতমোহ দিন-কঙ্কাল রাখি তুলে

দুর্ব্বল ক্ষণে উতল মনেরে ভুল বুঝাই
তারপর দিন যায়—
দিগন্তে চিতাভস্ম-কাজল ধীরে সোনা হয়ে যায়।

সুষুপ্তি

সে দিন যে-মধু ফুলে ভরে' ছিল
হলুদ কামনা-মাখা ;
সারা বসন্ত রূপায়িত ছিল
অন্তর-কোষে ঢাকা।

সে-ফুলের নীচে ফোটে যে-বৃন্ত
প্রেমের অতল খুঁড়ি'—
ভেবেছিলে তুমি কোন্ অচিন্ত্য
প্রথম জীবন-কুঁড়ি
জাগে রহস্য অচেতন-বাস
গহন নিশীথ-মূলে,
অজানা দলের প্রাণ-নির্য্যাস
আদিম চেতনা-ভুলে ?

স্থূলতার পাকে সূক্ষ্মাণু প্রাণ বোধাতীত মনে হয়
রাগরজনীর বহমান স্রোতে আগামী বাঁচিয়া রয় !

জোনাকি

জোনাকির আলো—তারি তরে মরে শর্ব্বরী।
অন্ধকারের ভয়সঙ্কুল আর্ত্তনাদ
বিষ-বনানীর ক্ষীণভূয়িষ্ঠ প্রাণশিখা
ক্ষণিক কিরণে জপিছে নীরব মুক্তি।

বিরহক্ষপায় জ্বলিছে হাসির জোনাকি!
পীড়িত প্রাণের তমোময় পটভূমিকা
কখনো দীপ্ত কামনার আলো-ইসারায়
ক্ষণবিরতির ভ্রূকুটিকালিমা-শঙ্কিত।

নিকষ চিকুর তিমির নিচোল, তারি তলে
স্তিমিত দ্বিধায় স্মিতমুখ রয় গুণ্ঠিত।
হৈম রেখার স্ফুরণের প্রতিসাধনে
স্পন্দিত মূক মনোগহনের মর্ম্মর।

আকস্মিক

হৃদয় গহনমূলে ফুটে ওঠে শিশিরার্দ্র সবুজ সরস
একটি গোলাপ, বহু খরদগ্ধ দিবসের বিলাপ অলস।
সায়াহ্নের পদপাতে কেন্দ্রচ্যুত সজল শিহর
পত্রালীর ম্লানাকাশতলে তোলে পেলব মর্ম্মর।

সোনালি আঙুল দিয়ে সকৌতুক বাতাস দোলায়
শীতের বিশিত রাতে তুষারের শাণিত খেলায়
মুছে নেয় সব রাঙা-হলুদের রঙের সম্ভার
ভরে দেয় অজানিতে অনাগত চৈত্রের ভাণ্ডার।

যে পরশে আসে-যায় রূপ রস সৌরভের ডালা
বিহ্বল গোধূলি-নভে বলয়িত কাকলীর মালা
যে গূঢ় মাধুরী জাগে সুকেশীর সুরভিত শিরে
তাহারে পাবে না খুঁজে নিত্যবাহী মন্দাকিনী তীরে।

কোথা যে গোপনে থাকে, কেন বা সে দেখা দেয়, কেহ নাহি জানে
অনুগত অনুভূতি চকিত স্ফুরণে শুধু তারে ধরে আনে।

বিবর্ত্তন

চন্দন তরু-কল্পে
বিষকন্যার বাহু বাঁধা ছিল
বেষ্টিত কালসর্পে।
সে কী সম্মোহ মনে এনেছিল
মধুর কাব্য-গল্পে!

হৃতস্বাদ হ'ল রুচির জীবন-ধারা।
ঘুচে গেল সমাদর—
অনূঢ় প্রাণের অনুভূতি-সঞ্চয়
রসবৈভব অকৃপণ বিস্ময়।
ধার-করা ধূমে আকাশ রূপান্তর
সুনীল নয়ন হারা।

সেই ভুজঙ্গ স্তম্ভিত আজি
চাপা বিদ্যুৎ-মণি
সেই মহারুহ নির্ম্মোক ত্যজি'
চূর্ণ সুরভি-খনি।

আছে রূপকথা আছে মায়াসুর
আছে হিমপুরী নিরালা দুপুর
শুধু নেই সেই কুমারী-হৃদয় অজানা-মোহ বিধুর

জরতী

(জোসেফ্ ক্যাম্বেল থেকে)

অপরূপ মুখশোভা
জরাতাপ-দিগ্ধ ;
বেদীতলে যেন ক্ষীণ
দীপালোক স্নিগ্ধ ।

শীতের নিরাভ সাঁঝে
নিভে-আসা সবিতা ;
নিঃশেষ ভ্রূণসম
জীবনের কবিতা ।

গত জন, জল্পনা
একাকিনী জরতীর ;
কালো থির ডোবা যেন
পোড়ো বাড়ী খিড়কির ।

স্বপ্ন

দক্ষিণ মেরু ; তুষার-দীপ্ত দিনের চাঁদোয়া-তলে
শাদা বিথারের উপরে উড়েছে মজ্জা-জমানো হাওয়া
রাতের আকাশে মেঘের ফুঁয়েতে নেভানো ময়লা চাঁদ
তিমির-গর্ভ সাগরের নীচে তিমি-র পিছল গতি ।

এ সব স্বপ্ন ; তুষার-ভ্রান্তি দ্বিপ্রহরের সূর্য্যে ।
অনেক ঊর্দ্ধে যেখানে ক্লান্ত ঈথরের চাপে কাঁপে
প্রখর দিনের নীল প্রাণ, সেথা অণু-পরমাণু ভাসে ।
ঘোরে অনটন রিক্ত পৃথিবী বিষূব-জীবনচক্রে ।

ডুব দেয় মন ; উড়ে চলে যায় শীতল উদাস পথে ।
মহুয়া-মদির নিরাপদ্ বনে শ্বাপদেরা ঘোরে-ফেরে
কালো সবুজের মাখামাখি যতো স্তব্ধ গাছের চূড়ায়
ঠাণ্ডা সুদূর শ্লেটের পাহাড় ; এ সব চোখের যাদু ।

মাৎস্যন্যায় মনেতে জগতে । ছোটো-ছোটো ফাঁক দিয়ে
ঢুকে পড়ে যতো অশরীরী ছায়া সহসা হিসেব ভুলে' ।
প্রেক্ষাগৃহের জমাট কালোয় আলোর পুতুল নাচে,
স্বপ্নশেষের সঙ্গ-পাথেয়, বন্ধু ! জীবন-শেষে ।

পরিচয়

কতো জাহাজ এলো-গেলো
তল পেলো না হায়
কারাগারে বন্দী হৃদয়
শীতল জনতায়!

বিশাল জলে বিলাস-প্রাসাদ স্পর্দ্ধিত রূপ তার
অন্তরঙ্গ স্পর্শবিধুর। নাগরদোলায় নয়
আলোকের স্ফূর্ত্তিস্রোতে প্রাণের পরিচয়
স্পন্দনশীল নির্ম্মমতার গহন পারাবার।

বুঝবো তোমায় হে সমুদ্র
সমান্তরাল পথে
ক্ষুদ্র নৌকা হ'তে,
যেমন করে' দেখে ভীরু জীবনলীলা রুদ্র

কুটিল ঢেউয়ের মাঝে—
ধূসর-কালো-নীল চাঁদোয়ার তলে
তোমার সাথে রাত্রিদিন দৃষ্টিবিনিময়।
জটিল স্রোত ঘূর্ণি হাওয়া বয়
মুক্ত ঝড়; নিগূঢ় ঘুম
পলকে দেয় প্রলয়-চুম
নিবিড় অনুষঙ্গ প্রতিপলে—
কোলের কাছে প্রকট রূপ নিত্য নব সাজে।

সমুদ্র

কতো কল্পিত স্বপ্ন-সমুদ্র
শান্ত কখনো রুদ্র
পল্লবিত হাওয়ার মর্ম্মর
নিঃসঙ্গ প্রবাল-দ্বীপ আর সিন্ধুশকুনের স্বর
ফেঁসে-যাওয়া জাহাজ-মাস্তুল
রোদে-নাওয়া বালু-উপকূল।

আমার কাছে চেতন স্বপ্ন নয়—
সমুদ্র আমার অবচেতন মন।
আমার স্নায়ু-শিরায় মিশিয়ে আছে
নোনা জলের ছিটে।
ভাবি না তার হিংস্রতা উচ্ছ্বসিত আবেগ—
শুধু জানি তাকে…
যার রূপ নেই, যার রঙ নেই
সেই সমুদ্র আমার।

সে স্থাণু পাহাড় নয়, স্মিতচপল নদী নয়
সে শুধু পুরাণের।
যার অথৈ জল বিপুল পৃথিবীকে
ছাপিয়ে যায়, ডুবিয়ে দেয়…
অনাদি জীবের প্রথম ও শেষ শয্যা।

যার জন্ম জীবজন্মেরও আগে
তারই মাঝে মরণ যেন আসে।
মরণ যেন হয়—অন্ধকূপে নয়
চার দেয়ালের কৃপণ মুঠিঝরা
বিষনীলের ঝল্‌কানিতে নয়।

খোলা আকাশ-নীচে
জাহাজ যেন দোলে।
প্রখর সূর্য্য আড়াল করে ঢেকে
ঢেউয়ের দোলায় চাঁদ সরিয়ে রেখে
মরণ যেন আসে বিনা পটভূমিকায়…

লাগুক্ মুখে নোনা জলে ছিটে—
আমার দেহের রক্তকণিকার
তোমার মুখের প্রথম আর্দ্রতার
মধুর স্বাদ নিয়ে।

তারপর, ছম্‌ছমে ঘুম
অচিন মায়াপুরীতে
শিয়রে তোমার ঘন অতল কোল
পায়ের তলায় ক্লান্ত সাগর-দোল।

মনে হয় যেন

মনে হয় যেন বহু বহুদিন আগে
দেখেছি তাহারে স্থির অচপল দৃষ্টির পুরোভাগে।
মুক্ত আকাশ ; তারি নীচে খোলা মাঠ
বিকালের আলো প্রসরকরুণ ; নির্জ্জন পথঘাট।

পুরানো গাছের শ্রেণী—
স্তব্ধশীর্ষ পাতার মাথায় আলো-আঁধারের বেণী
সহসা ছড়ালো। কুলায় হইতে পাখী
চকিত ক্রমণে উড্ডীন সুর প্রবাতে ছাড়িল রাখি'।

কুয়াশা-জড়ানো দূর দিগন্ত-তীরে
পাহাড়ের শিরে-ঘুমন্ত তারা জেগে ওঠে ধীরে ধীরে।
নিঃসীম নিঃসঙ্গ উদাস মন
তিমির-সাগর গর্ভমুক্তি-শিহরণে উচাটন।

তন্দ্রিত নদী। মন্থর নৌকার
হাল্‌কা হাওয়ায় কুঞ্চিত স্রোতে পড়েছিল ছায়া তার
চিরসঞ্চিত অতিপরিচিত রূপ
নভো-প্রান্তরে পাহাড়ে নদীতে জ্বালে আরতির ধূপ।

ট্রায়াড্‌স্‌

"By the light in your eyes and the Light"

Sreshta.

১

আলোর দিব্য—তোমার নয়নে দিব্য আলোর ভাতি।
রাতের দোহাই—তোমার কেশেতে ঘনায় নিশার ছায়া,
গোলাপ সাক্ষী—তোমার ওষ্ঠে শোভিছে গোলাপী মায়া।

হেরি ও-আঁখিতে প্রদোষ-স্বপন মদির মধুমাসের।
কেশেতে নেমেছে শেষ-নিদাঘের হিরণ গোধূলি-ছায়,
হেন ফুল নাই তুলনা যাহার অধরের লালিমায়।

ভালোবেসেছিনু একদা দিনের রাতের সন্ধিক্ষণ।
ঘুরিছে পরাণ তোমার কেন্দ্রে কর্ষণ-ভারাতুর,
জেনেছি এবার কোথা ফোটে মোর গোলাপের অঙ্কুর।

২

পলক ফেলিতে দৃষ্টির সাথে দৃষ্টির বিনিময়।
এলায়িত কেশকুণ্ডলী তব বিমূঢ় সর্পকায়,
ওষ্ঠের বাণী কেঁপে ওঠে সুরে মৃদু অঙ্গুলি-ঘায়।

তোমার চোখেতে খুঁজেছি গোপন আত্মারি সন্ধান।
নামায়ে দিয়েছি বিলোল তোমার গরবী কবরী-ভার,
তোমার অধরে জাগায়েছি মধু উন্মনা কামনার।

হেরি চঞ্চল নয়নমণিতে আমারি আকুল প্রাণ।
তোমার চিকুরে সর্ব্বদা দিবা-রাত্রি মূরছি' রয়,
তোমার ওষ্ঠ, অধর সে মোর বাসনা-বহ্নিময়।

৩

কী নীল স্বপন আঁখিতারকায় তোমারে দিই গো রাণি!
সাজাবো কেমনে সবুজ পাতায় তোমার শ্যামল কেশ?
তোমার অধর-বিম্বে বিফল রাঙা মদিরার রেশ!

খোলো মায়াময় অনুমানে-ভরা কোমল চাহনি মৃদু।
অলকগুচ্ছ বিথারি' শিথিল সাজাও শয্যা তব,
চুম্বনযোগে নিয়ে যাও মোরে চেতনায় অভিনব।

রভস বিবশ—সমাধি-সমান অতল সংজ্ঞা-তলে।
সুখবন্ধন—নির্ম্মম তব কৃষ্ণ কেশের ফাঁস,
মরণ মোহন—হোক্ অকরুণ শাণিত অধর-পাশ।

স্বরূপ

সেথায় তুমি আপন ছিলে না কো
যেথায় তুমি সীমন্তিনী সরমভারে নত,
মনের ব্যথা আঁচল দিয়ে ঢাকো—
মলিন হাসি-আড়ালে জাগে অশ্রু সতত।

সেথায় তুমি লিপ্ত ছিলে কাজে,
আপন-পর সবার মাঝে ছড়ায়েছিলে তুমি।
খুঁজেছিলাম কবির রুমি-ঝুমি,
পশেনি কানে মুখর তানে মৌন ছায়া-সাঁঝে।

এই ত আলো ঢুলিয়া পড়ে নদীর বাঁকা বুকে,
বালুর দ্বীপে উড়িয়া চলে আঁখি—
শেষ-জোয়ারে সার্দ্র আবেশ ঘনায় চোখে-মুখে,
ইহারি লাগি' তৃষিত মন উঠিয়াছিল কাঁদি'।

ঝুরি-নামানো পর্ণল তরুতলে
কাঁকরমাটি-বিস্তৃত পথ ধরি'
মনের আঁকা দৃশ্যগুলি ত্রস্তপদে চলে
চোখে তাদের স্বপন যাদুকরী !

ভিন্ন পরিবেশের মাঝে ছিন্ন হৃদি-মনে
বিড়ম্বিত প্রকাশ নহে কখনো কামনীয়।
আতত-ছায়া মেঘের মায়া আলো-আঁধার সনে
ক্ষণিকাভাসে দেখিনু হেথা স্বরূপ তব, প্রিয় !

বলেছ আসিবে তুমি

বলেছ আসিবে তুমি। তাই ভেবে চুপ করে থাকি,
প্রতীক্ষায় দিন গুণি; স্বপ্নফুল এলোমেলো রাখি'
ছিন্নসূত্রে মালা গাঁথি। মনে পড়ে সেই ঘরখানি?
বাহিরে উঠিত চাঁদ বুনো রাতে রূপরেখা টানি'
আসিত ভিতরে যবে চুপে চুপে বাতায়নপথে
মাঝরাতে মাঝিদের চাপা সুর নীচে নদী হ'তে?
মেঘ-চেরা গোধূলির রঙ দেখে পশ্চিম গগনে
গান আর গাহিবে না, বলেছিলে পড়িছে কি মনে?

আজ রাতে সে বিদেশী নিশীথের মায়া ভরপুর
সহসা ছড়ায় জাল, মন করে উতলা বিধুর।
কতো কি যে মনে পড়ে আর চোখে ভার নেমে আসে
অকারণে, জানি তুমি আসিবে তো শীঘ্র মোর পাশে।
তবু ভয় হয় যেন দিনগুলি কাটিবে না বুঝি—
রিক্ত ঘরে তিক্ত মন অবোধ সান্ত্বনা মরে খুঁজি'।

যেদিন আসিবে তুমি

যেদিন আসিবে তুমি—কি করিব, বলিতে কি পারো ?
আমি জানি, তুমি বলো। ভালো ক'রে ভেবে দেখো আরো।
এই ঘরে সেই রাতে তোমার মৃদুল পদপাতে,
স্তম্ভিত হৃদয় কেন দুরু-দুরু কামনার সাথে
জাগে আর কাঁপে, বলো, নির্ব্বাক্ সেই ক্ষণটিতে
পুরানো স্মৃতির ভারে কল্পনার নিঃস্পন্দ নিশীথে ?
কতো ভগ্ন স্বপ্ন আর কতো ব্যথা বিবর্ণ মলিন
সহসা জীবন্ত করে কল্পিতার রূপ ক্ষয়হীন ?

সে রাতে আসিয়া ঘরে ভেবো তুমি কাহার বিহনে
দুলেছে কাতর প্রাণ অভিমান-দুরাশার সনে।
তাই তব আবির্ভাবে কথা যদি নাহি সরে মুখে,
শঙ্কিল বিস্ময় কি না—দেখো তার নত হয়ে বুকে।
হেমন্তে প্রান্তিক নদী পড়ে রবো বালুবিছানায়,
দেখিব শুক্লার চাঁদ ঢলে' পড়ে কোন ভণিতায়।

ত্রয়ী

অনেক দিন হ'ল—তোমারে প্রথম দেখেছিনু পথমাঝে,
শ্রাবণ-সকালে ভাঙা মেঘতলে বাধা পড়েছিল কাজে।
প্রথম বিস্ময়-চকিত মনোভাবে ঘটিল যে বিপর্য্যয়,
তাহারে মেনে নিতে জমিল অজ্ঞাতে অনেক রাগ-সঞ্চয়।

অনেক দিন হ'ল,—ফাগুন সন্ধ্যায় মদির বায়ু সঞ্চরে।
একটি দুটি তারা ক্রমশঃ ফুটে উঠে জানিনা কী মোহ-ভরে
তোমারি মুখ'পরে ফুটাল সেই সুর, যাহার রেশ প্রতিপলে
সাগর-অম্বরে স্তিমিত কম্পনে ধ্বনিত হয় নিবিরলে।

অনেক দিন হ'ল,—ওপারে বনানীর ঊর্দ্ধে উঠেছিল চাঁদ।
তাহারি কিছু নীচে অশির-গিরিসারি রচেছিল কালো বাঁধ।
পিছল সর্পিল জলের গতি মনে আনিয়াছিল যেই পুলকভার,
তোমারি মনোমায়া এ তিন দিনরাতে কেমনে পেয়েছিল প্রতীক তার।

প্রক্ষিপ্ত

বিনা কারণেই ভালোবাসি শুধু তোমারে, কখনো নয়।
তোমার উপরে ছেয়ে আছে সারা নীলিমার অন্বয়।
মদির রাত্রে আলো-ছায়া লুকোচুরি
অলস কলমে ছন্দের কারিকুরি
ক্ষণ-প্রেরণার পলাতক মায়া সহসা দেখায় যাহা
আধো-বিস্মৃত অনুপলব্ধ তোমারি মূর্ত্তি তাহা।

পৃথ্বী-মেখলা অনাদি সাগর প্রথম সৃষ্টি হ'তে
আজিও যে কথা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেয় আকাশপ্রান্তপথে,
বিজন বনের ফাঁকে ঝিলিমিলি হাওয়া
অসম্পূর্ণ কবিতার শেষ-চাওয়া
সবুজ তারার স্তিমিত প্রদীপ স্বপ্নপুরীর দেশে
মায়াবীর সুর পাহাড়ের দূর তোমার ছবিতে মেশে।

সপ্তাহ

(টমাস্ হার্ডি থেকে)

সোমবার রাতে দরজা বন্ধ করে'
ভেবেছিনু প্রিয়, আর সেই তুমি নেই—
যদিও না দেখি সারাটি জনম ধরে'।

মঙ্গলবার রাত্রে ভাবিনু বুঝি—
হয়ত তোমার হৃদয়-ধারণা-মুখে
সামান্য হ'তে আছে বেশী কিছু পুঁজি।

বুধবারে মোর মনেতে উদয় হয়—
তোমার আমার পথ কভু মিলিবে না,
যদিও মিলনে সুখ হ'ত নিশ্চয়!

বিষ্যুদবারে দুপুরে ভেবেছি ব'সে
যাই হোক্ তবু, মনের অন্তরাল
একদা ঘুচিবে, ব্যবধান যাবে খ'সে।

শুক্রবারেতে গায়ে রোমাঞ্চ লাগে
তোমারে দেখিয়া গোপনে আড়াল থেকে।
এখনো—এখনো আমার রক্ত জাগে!

শনিবারে তুমি পূর্ণ দখল করো।
মনে হয়—কেন এটুকু বুঝিনি আগে
তিলোত্তমার সংহত রূপ ধরো!

ডানা-খসে-যাওয়া সিন্ধুশকুন সম
রবিবাসরেতে তোমারেই হৃদি চায়—
যাহার অভাবে শূন্য আকাশ মম।

জাগরণী

সারারাত ধরে' হিমেল হাওয়ার ঝরনাতে
আকাশ-পাহাড়ে তারার ফুলেরা নেয়েছে।
সেই হাওয়া আজ ভোরের শিশির-সম্পাতে
তোমার চোখেতে আমার মুখেতে নেমেছে

চোখ মেলে দেখো দূর পাহাড়ের হাতছানি,
নদীর কিনারে রিক্ত পাদপ-প্রান্ত।
উঁচু নীচু পথ, বালি ঝিকিমিক্—তব আঁখির
জাগরণতটে আমার হৃদয় শান্ত।

আমি কি চেয়েছি নিদ্রানীরব রাত্তি,
কলভাষাহীন কাকলিবিলীন মুখছাঁদ ?
শুধু কি খুঁজেছি অধরসুপ্ত হাসি-পাঁতি,
গোপন বিলাস, রঞ্জিত তব নখচাঁদ ?

ছেড়ে চলে' এসো স্বৈরবৃত্ত জীবনায়ন,
ছোটো ভালোবাসা আত্মরতির ঘূর্ণিজল—
সবুজ আলোয় ভোরের কুহেলি নিরাবরণ
যেথায় মিলায় বালুচরে ওই হিমশীতল।

হিসাব

একদা তাহারে লাগিয়াছে ভালো এই কথাটাই বড়।
সে-দিন স্মরিয়া ধন্য
যেমন নিভৃতারণ্য
সারা বসন্ত অন্তরে করে' জড়
শীতসঙ্কেত ভোলে,
হরিৎ স্বপ্নে পীত পত্রের প্রান্তে শিশির দোলে।

রক্ত-সবুজ উল্কা-পিণ্ড খসে
পৃথিবীর বুকে ; দীর্ঘ কালের শেষে
ধূলো পড়ে থাকে পথে
পাথরের নীল ক্ষয়ে' ক্ষয়ে' যায় অন্তঃশীলার স্রোতে।

প্রতিধ্বনিত গিরিপথ—
আবীর আকাশ কম্প্রতারার ফুল
উপত্যকার সবুজ জোয়ার নদীর ধারালো বাঁকে
বন্য সাগর-কলকল্লোলে সীমাহীন কৌতুক
ছেঁড়া মেঘে আলো নরম ঘাসের কুল
এই পৃথিবীর ক্ষণ-বিলসিত বুক
লেখা-পড়া নেই ; যে দেখে সে রাখে
মিলিয়ে নেয়না খৎ।

সত্য

দৈবানুগমে আপন খেয়ালে এসেছিলে এই জীবনে।
বনানীদাহের শেষ সমারোহ
মেঘেতে ললাটে ঘনায় বিমোহ
মাটির কালোয় আকাশের নীলে সাজালে নয়ন অঞ্জনে

কি ক'রে ভুলিব সেই কথা ?
নৈর্ব্যক্তিক জীবন কাব্য সে তো কৃত্রিম বিমুখতা।

মানুষের প্রেম শরীর ঘিরিয়া বাড়ে।
তাই মৌখর হৃদয়তন্ত্র
খোঁজে দেহমন-শিল্পমন্ত্র
পরাহত সুখে আত্মারে নিয়ে বিশ্বের মাঝে ছাড়ে।

তোমার বহ্নি মোর প্রচ্ছায়ে জ্বলে ওঠে নিষ্ঠুর
জানো না কি হায় কোথা ঝরে যায় কবিতার অঙ্কুর !
সেই বীজে যদি নাহি ফোটে শত
তত্ত্বকথার ফুল
রহে শুধু প্রাণ ইতিহাস-গত
হবে কি বিরাট ভুল ?
তপোবনে কভু থাকি নাই তাই জানিনা তাহার দান
শুধু শুনিয়াছি সেখানেও ছোটে পঞ্চশরের বাণ।

প্রকাশ-বিপাকে দ্বন্দ্ব জাগেনি মনে।
আকৃতি-সীমার অতিক্রুত রূপ নিরূপিত বন্ধনে
আকুল করে নি। প্রসঙ্গ-চেয়ে পদ্ধতি নয় দামী।
তাই মিলনের ও প্রতিষেধের
ঘন অরণ্যে স্মৃতি-স্বপ্নের
ঝরা পল্লব খুঁজিয়া-খুঁজিয়া কুড়ায়ে রেখেছি আমি।

মৃত্তিকারোহী লতাপ্রতানের মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ
স্পর্শধন্য দগ্ধতরুর সুচিকণ অভিমান।

সেরিনেড

নিবিড় নীরবতায় সবুজ আলো ঘিরে
পতঙ্গের অন্ধ পরিক্রমা।
বাইরে অজানা পোকামাকড়ের নৈশ প্রাণস্ফুরণ।
তুমি কি এখনো ঘুমোবে ?
সঙ্কিত অনুনয়ের চাপা হাওয়ায়
ভাঙবে না আফিমের ঘুম ?

ওঠো, জাগো—জানো না
অকাল-বোধনশেষে বেদনার আকস্মিক নিরঞ্জন ?

কে জানে—হয়তো ভবিতব্যের গুপ্ত গহ্বরে
সুপ্ত আছেন কোনো কাম্য, কৃতী জীব
নশ্বর, চিক্কণ।
যথেচ্ছ ব্যসন আর অকৃচ্ছ্র জীবন যাঁর করতলে,
করবেন তোমায় কবলিত
লালায়িত সরীসৃপের পরিতৃপ্তিতে।

তখন কিছুই বলিনি—বলি এখন।
অপেক্ষায় ছিলাম উচ্চকিত বিদ্যুতের প্রভা
আর কেঁপে-কেঁপে-ওঠা
আসন্নমুকুলা বল্লরীর মতো।

এলো না সে লগ্ন।

তবু—তবু আমি তো দিতে পারতুম
আমার কামনা-স্বপনের পুষ্পিত অনুরাগ,
তারা-ভরা আকাশের আনত আসঙ্গ,
নীহারপুঞ্জের চূর্ণ চুম্বন
আর অন্ধকার সাগরের হাওয়ায় ভেসে-আসা
সফেন উদ্বেলতা।

জাগো—শোনো।

অবসর

মধ্যবিত্তের রক্তেও বুদ্বুদ ওঠে।
যখন দেখি গাঢ় নীল আকাশের ওপর দিয়ে
ছোটো ছোটো শাদা মেঘের হাল্‌কা অলস গতি,
হেমন্তের শিরশিরে হাওয়া আর মিঠে আলো—
ছুটি আর আলস্যের স্বপ্ন ঘনায় চোখে।
মনে হয়, সব ছেড়ে তোমায় নিয়ে
পাড়ি দিই সফরে।

পাড়াগাঁয়ের স্তব্ধ দুপুর…
দূরে দিগন্ত-মেশা মাঠে সূচীমুখ রৌদ্রে
বুড়ো চাষা বোঝা-মাথায়
ধুঁকছে তবু চলেছে।
কলা-বাগানের আধ-ছায়ায়
ক্ষেতের নতুন কড়াইশুঁটি খেতে খেতে
আমরা দুজনে তখন হেসেই লুটোপুটি,
কী যেন কথায়…

আর এক নির্জ্জন ওয়েটিং রুমে
ষ্টেশনমাষ্টারের বাগান থেকে তোলা
দোপাটি আর গাঁদাফুলের মালা গেঁথে
গলায় তুমি পরিয়েছিলে।

কাছে এসে দাঁড়ালো এক ভিখারী ছেলে,
চোখ তুলে তাকাতে পারলো না—
লজ্জাসঙ্কোচে নয় দৃষ্টিসঙ্কোচে।
চায়ের পেয়ালা নামিয়ে দেখেছিলুম
দুদিন পরেই হয়তো গলে যাবে তার চোখ
জন্ম-অভিশাপে অথবা অবহেলায়।

পশ্চিমের সহরতলীতে
নদীর আঘাটায় শিশু-গাছতলায়
আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলে,
আদর খাচ্ছিলে ধনীদের বেড়ালের মতো।
দূরে ধোঁয়া আর কুয়াশা-ঘেরা পল্লী থেকে
বেরিয়ে এলো জনতা আর কোলাহল।

দেওয়ালীতে দারু পিয়ে
টঙ্গাওয়ালা হয়েছে মাতোয়ালা,
মারছে আর শাসাচ্ছে বৌ-কে।

ভ্রমণ সাঙ্গ হল কতো কী দেখে।
ফিরে এলাম সযত্নরচিত নীড়ে,
আপন হাতে-গড়া সুবিধা-অসুবিধার
আরামপ্রদ উত্তাপে আর কলরবে।

কবেকার সোনালী বিস্মৃতি!
আবার বসন্ত আসবে—
আনবে নতুন চঞ্চলতা,
উভয়ে দেখবো সৌখীন স্বপ্ন মধ্যবিত্ত চোখে।

বিচিত্রা

সন্ধ্যায় মেঘের তরল আরক্তিমা।
তালগাছের কঠিন ঋজুতা আর সেই বাঁকা চাঁদ,
দুটি একটি তারা—যেন শ্বেত চন্দনের বিন্দু
ফুটে উঠল স্তব্ধ হ্রদের
অকুঞ্চিত ললাটে।
মনে হ'ল—এ কোন্ পরাস্ত শিল্পীর আঁকা
জনপ্রিয় রঙ্গমঞ্চের মামুলি যবনিকা।
এতোই জটিলতাহীন, প্রত্যহের নগণ্যতায়
ফিরে তাকাতেও লজ্জা হয়।

আর একদিন শহরতলীর দরিদ্র পল্লীতে
আষাঢ় সন্ধ্যায় রথের মেলা।
দুরন্ত দুর্যোগ আর শিলীমুখ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে'
ক'টি লোক ভিড় করেছে
এক চালার নীচে, যেখানে সস্তা তেলে
কেরোসিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে
দোকানী ভাজ্ছে ফুলুরি আর পাঁপর।

দেখলুম এক বিগতযৌবনা প্রৌঢ়া
ছেলে কোলে নিয়ে গিল্‌ছে অন্ধ লোলুপতায়,
ক্রন্দনরত শিশুটির হাতে
দিচ্ছেনা একটি টুক্‌রোও।

এতো সত্য এই কুশ্রী পৃথিবীর বুভুক্ষু উন্মাদনা;
তবু পরম-শিল্পীর অপরিসীম সম্ভাবনা
আজো নিঃশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সোনার সিঁড়ি

আজকের এই রাত শান্ত সুরভিত
কীট্‌সের বাঞ্ছিত মৃত্যুর মতো।
কিন্তু মাঝে মাঝে আঙুরের মত জড়িয়ে-যাওয়া
অন্ধকারের ফুল্‌কি আগুন-লতা
ছেয়ে আসে সারা অঙ্গে।

দেহ পুড়ে যায়—
ভস্মাবসানে পড়ে থাকে
নির্ব্বাণ-আহুতির ক্ষীণ বহ্নিজ্বালা,
মানসিক অপরাগ।

ঐশী অতৃপ্তি? কাব্যে বলে তাই।
জীবনেও কি তা সত্যি নয়?

যদি সিদ্ধ হয়ে যেতো সর্ব্বথা উপলব্ধি
থাক্‌তো না অনির্ব্বচনীয়ের আসক্তি।
যদি ফুরিয়ে যেতে তুমি
কি নিয়ে নিয়ত পড়ে উঠ্‌ত
আমার অতৃপ্ত স্বর্গকামনা?

সোনার সিঁড়ির শেষ নেই।
মাটি থেকে লতিয়ে উঠে
দিগ্‌বলয় ভেদ করে
ধূমায়িত নীল নীহারিকার পুঞ্জে পৌঁছয়।

সকলেরি লালায়িত চোখ সেই দিকে।
বৈশ্য-রাবণের লোলুপতা
মধ্যবিত্ত পুরূরবার স্বপ্নবিলাস
বিদ্রোহী ত্বাষ্ট্রের সাম্যলিপ্সা
একাগ্র কামনার অক্ষয় অক্ষমতা,
আর আমার পরিস্ফুপ্ত ঊর্দ্ধরতি···
তোমায় ঘিরে।

প্রতিষ্ঠা

করেছি একটা সাংঘাতিক পণ,
শোনো তোমরা।
বিশ্বাস না হয়, মিছে হেসো না
চুপ্‌টি করে শোনো।
দোহাই তোমাদের, তর্ক তুলো না—
তর্কে দেবতা মেলে না।

সরস্বতীকে ঘরে আন্‌বো
পণ করেছি আমি।
অপ্রতীত স্বপ্ন মনে হয় ? শোনো তবে-
মরাল-বাহনা সে নয়,
মরাল-গমনা।
হাতে তার বীণা নেই,—কণ্ঠে আছে মধু
বাণী একটু অস্ফুট—হয়তো শুদ্ধ নয়,
কেমন যেন জড়িয়ে-যাওয়া।

তা' হোক্,—প্রস্ফুটনী অধর দিয়ে
শোধন করে নেবো।

···হাসির কথা নয়।
মডার্ন মহাদেব হাসেন আপন-ভোলা হাসি,
মডার্ন গৌরী দেন গালে হাত।
নবীন তপস্যার সিদ্ধি শুনে
হেসে দেন উড়িয়ে সকল
আশা-জল্পনাকে।
বলেন—"পাগল! বামন হয়ে চাঁদে হাত!
স্থির করে রেখেছি যে আমরা
সরস্বতীকে দেবো তারি হাতে—"

—যিনি আস্ছেন, শীঘ্রই আসছেন
ক্ষীরোদ-সাগর পার থেকে।
গলায় দোলে সিবিল্ সার্বিসের
গজমোতির মালা।
এক হাতে শাশুড়ীর বরাভয়-শঙ্খ,
অপর হাতে স্বদেশী কূটনীতির
মন্ত্রছেদন চক্র।

আর এক হাতে শ্বশুর-নিপীড়ন
যৌতুকের গদা—
শেষ হাতে কাল্চ্যারের
বিদেশী শ্বেতপদ্ম।

হায় রে !   আমার শুধুই লীলাকমল।
কিন্তু তোমাদের আশীর্ব্বাদে তাইতেই হয়েছে কাজ।
অই দেখো—লোধ্র-রেণু লেগে আছে
সরস্বতীর দেহে, পরিপাণ্ডুর কপোলে।
তোমরা শোনো, যারা হেসেছিলে দেবী আমার স্তবেই তুষ্ট
হবে না ?   সিদ্ধি আমার কৃচ্ছ্রজয়ী।
কালিদাসের অনুগত শিষ্য ..
চায়ের পেয়ালায় স্তোত্রযোগে মিশিয়ে দিয়েছি
বেশ একটু আদিরসের ঝাঁঝ।

লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে আমাদের উভয়েরই কলহ।
বাপ-মায়ের সুয়ো-মেয়ে তিনি থাকুনগে,
তাঁর ত্রিলোক-পালন হাকিম-স্বামীর বুকে
কৌস্তুভমণি হয়ে।

আমরা থাক্‌বো দূরে দূরে—বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে
কমলবনের পাশে, বানীর-গৃহে।

আগামী শীতশেষেই তাকে ঘরে আন্‌বো
পণ করেছি—আর দেরী নয়।
ইতিমধ্যে কখন কি ঘটে
বলা তো যায় না !

কাপড় ছুপিয়ে রেখেছি বাসন্তীরঙে
তাতে পড়বে শিউলীর রঙীন্ ফোঁটা
আর ছায়া-লীনা-জ্যোৎস্নার ফাল্গুনী লুকোচুরি।
তোমাদের রইলো নিমন্ত্রণ—
হেসো কিন্তু এসো,
যেন ভুলো না।

দুঃস্বপ্ন

ঘুমের মসৃণ গালে
কালো আঁচিলের মতো দুঃস্বপ্ন ;
বেড়ে চলেছে—বড় আরও বড়
চোখের সামনে ধরে না। শ্বাস বন্ধ।

বনের পথে তীক্ষ্ণ তীরের আলো ব্যর্থ।
প্রেতায়িত অন্ধকারে শাল-বটের জড়াজড়ি
অরণির ঘর্ষণে অরণ্য লাল
ডালে আর পাতায় বন্য হিংস্রতা।

মুহূর্ত্তের নিঃস্পন্দতায় শুনলুম তারা বলছে,
তোমাদের বিশুদ্ধ ধূর্ত্ততা ভাঙলো আমাদের অস্থিপঞ্জর।
চাই না সুষম লগুড় আর নীলাঞ্জন বিজ্ঞান
ফেলে দাও করতলের মায়াফল।

আমাদের আছে দুঃস্বপ্নের অন্তিম প্রলেপ…
নেমে আসে গম্ভীর মেঘের বেদমন্ত্র-পড়া
সূর্য্যের শেষকৃত্য থেকে
তীব্ররণিত যন্ত্র-সঙ্গীতের সমাধি।

দানব কোলাহল ঢেকে যায় অন্ধকারের মুখোসে
স্বপ্নভ্রংশ ঘিরে' নামে উদার ছায়াপুট।

শাড়ী

কি শাড়ী পরবে তুমি ?
তার আমি কি জানি ? ঠাট্টা নয়···
দিতে নাই মন্ত্রণা কোনো মেয়েকে
বিশেষ করে' শাড়ী নিয়ে।
তবু ? তা হ'লে শোনো।
যে-খানাই অঙ্গে ছোঁওয়াও,
সফল হবে তার বস্ত্রজীবন
আর মানুষের চোখ।

ঝিল্‌মিলিয়ে উঠুক্ তোমার দেহ,
আমি ভালোবাসি রঙ-এর খেলা।
বেনারসী টিস্যু, মারহাট্টী, ব্যাঙ্গালোর,
বিষ্ণুপুরী, মুর্শিদাবাদী—সাদা অথবা জংলা,
যেটা খুসী সেইটে পরো। শুধু পরো না
জড়িয়ে-ধরা জর্জ্জেট্ কিংবা বাতাসী ভয়েল
ও যেন তনু দেহের উগ্র বিজ্ঞাপন।

আমার পছন্দ দক্ষিণী শাড়ী
আঁচল রমণীয়, তাতে খড়্‌কে-ডুরে ;
সরল রেখায় প্রকাশের নম্র বন্ধনী।

লালমাটির রঙ্—মনে হবে যেন
গঙ্গাজলে শুভ্র দেহ সদ্য মেজেছো,
যায়নি মুছে এখনো তার স্নিগ্ধ আভা।

যদি কাব্যের কথা শুনতে চাও
পরো ঘাস-রঙের শাড়ী
আর পায়ে ঘাসের চটি,
বেড়িয়ো ঘাসের ওপর—সেটা সকালে,
দেখাবে ঠিক্ যেন মূর্ত্তিমতী উষা।

দিনের বেলায় পরো স্কাই-ব্লু।
খর রোদের ঝাঁঝে আকাশ-বাতাস যখন তপ্ত,
তোমার শাড়ীর রঙে চোখ জুড়োবে।
মনে হবে, এ কোন শাদা ছায়ার নীল মায়া?

সন্ধ্যায় পরো গেরুয়া—স্নিগ্ধ, নয়নাভিরাম।
মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজ্লে 'পরে
মনে হবে—ঘরে এ কোন উদাসী তাপসী?

আর রাতে অগ্নিশিখা স্কারলেট্?
ছিঃ, আমার কি রুচি নেই!
জেলো না নতুন আগুন। পরো কম্‌লা—
আকুল হবে মিলন-রাত।

নির্ব্বেদ

বলেছিনু বটে গেরুয়া শাড়ীতে মানায় বেশ।
সেই হ'তে তব উদাসী নয়ন, আলুল কেশ।
যখন আবেগ-উদ্বেল মোর হৃদয় কাঁদে
অধীর আঁধার-বন্যা ছাপায় ধৈর্য্য-বাঁধে,
লাস্য-লীলায় অবহেলি' খোঁজো অশেষ-লেশ!
আমি কি চেয়েছি পরমহংস-সুনির্বেশ?

বৈরাগী প্রিয়া-হাতে হাত দিয়া পথ-চলা,
অন্যমনার শূন্যদৃষ্টি কথা-বলা—
তার চেয়ে ভালো শব-সাধনায় নির্ব্বিকার
সিদ্ধি-আশায় কামনানিলয় অঙ্গীকার।
মর্ম্মরপ্রাণ হয়নি তনুকা চঞ্চলা,
মায়াতিগ তুমি, বৃথা মম রাগ-ছলাকলা।

কাল রজনীতে বিধাতাকৃপায় ঘুচেছে খেদ।
ঘুচেছে তোমার রুক্ষ বিরাগ মোক্ষ-ক্লেদ।
বহুকাল-তোলা কিশোরকালের মোর ছবি
কুতূহলী চোখে দেখে তব ফোটে হাসি-রবি,
স্নেহ-চুম্বনে ভরিলে তাহারে অনির্বেদ।
তব বেদান্ত মোর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ!

বর্ষা

কবিতা বর্ষার—
ধরাতল সিক্ত করে নবীন আসার।
কবিরা কূজন করে
কালিদাসী ঐতিহ্যের পুরা স্মৃতি ধরে'।

এখনো ছাইয়া আসে
বঙ্গ উপসাগরের প্রান্তবাসী মৌসুমী হাওয়া
আর প্রমত্ত নিঃশ্বাসে
হলুদ দড়িতে বাঁধা কালো হাতী দল-ছাড়া পাওয়া
রোমাঞ্চ সঘন
কাঁপায় দম্পতিজনে, সারা তনুমন
নেচে ওঠে দেখে'
বন্ধহারা ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, গাঢ়বন্ধ বাহুপাশে থেকে।

আর আসে হায়—
অস্বস্তির অনুষঙ্গ মোটা চাঁদা বন্যার খাতায়।
ছেঁড়া কাঁথা 'পরে
গরীব চাষারা শোনে সকাতর দাদুরীর ডাক।
বরিষা-বিভল নয়; অন্ধকারে সর্প বিহরে,
কাব্যামোদী প্রাণ নিয়ে বাস্তবের মসৃণ স্বপাক।

অনাদি

পুণ্যিপুকুর ব্রতবিলাসিনী নও,
নও সেঁজুতির আল্‌পনা-পরায়ণা—
মাথায় তোমার আধো ঘোম্‌টাটি টানা,
নিখিল মনের মাগো বিস্ময়জয় ।

ড্যাক্‌-রোষ্ট যবে 'কার্ভ' করো সযতনে
ছুরী ও কাঁটার লীলায়িত ব্যবহারে,
ক্যুটেক্স পালিশে রাঙানো আঙুল দিয়ে
আঁকো অধরেতে বিদ্যুৎ রাগ-রেখা,

সভয়ে বাখানি সুবিধেয় বিশেষণে,
মেনে চলি প্রিয় তোমাদেরি যুগবাণী
আমরা পুরানো অস্থি-জড়ানো গাছেতে
তুলে-রাখা ঘুণ বৃহন্নলার ধনু ।

বুঝি বা শুধুই মুখর নূপুর তব
পায়ে-পায়ে বেজে চলিয়াছি নিরবধি,
আপন সত্তা বিলায়ে বিদ্যা যত
ভাবি একি সেই উত্তরা বরতনু !

তবুও যখন চূণ-খয়েরেতে পান
সেজে দাও আর টীকা-টিপ্পনি কাটো,
স্মিতমুখে হানো মাধবীর আলোচনা
হতবাক্ হই। গা ছুঁয়ে বল্‌তে পারি

চিনেও চিনি না—মনে হয় আধুনিকা
মায়াবিনী আজ কী ভোল্ দেখায় মোরে!
তুমি কি সত্যি সাঁঝে সিন্দূর পরো?
এই কি গো তুমি সে যমুনা প্রবাহিণী?

সংযম

যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর
বাড়াবাড়ি ভালোবাসা, সব দোষ মোর।

আতিশয্য বৃথা, অশোভন।
ওথেলোর হিংস্রুটে মন
পাওলোর প্রণয়-প্রলাপ ;
বাতাসের প্রবল প্রতাপ
সাগরের নগ্ন বেসরম
সবুজের চিক্কণ নরম—
সবার ওপরে টেনে দাও আবরণ
মরণ তো অতিকৃতি, অশ্লীল জীবন।

তাই ভালো ! সেতার বাজাই
দু' হাতের প্রয়োজন নাই।
ঝঙ্কার ছেড়ে দেবো চিকারীর কাজ
নাই হোলো কাফী ঠাটে বাহারের সাজ।
শুধু কড়ি নিখাদে, কোমলতা-বিবাদে
ফোটাবো সুরের রূপ ফরমাস-মত
তখন তারিফ কোরো—হাত কী সংযত !

জমে ওঠে নিঃশ্বাস, চেপে ধরো উচ্ছ্বাস।
চাকা ঘোরে ঘর্ঘর, নাহিক উত্তাপ
মসৃণ তৈলাক্ত হোক্ মোদের আলাপ।

প্রশস্তি

মাধবী—তোমাকে আমি জানি।
নীরন্ধ্র সম্পূর্ণ নও। পুরুষেরে খর্ব্ব করো নাকো
নির্দ্দোষ সততা-গর্ব্বে ; অঞ্চলের ছায়াতলে ঢাকো
অসতর্ক জীবনের অকিঞ্চন গ্লানি।

সহজ নারীত্ব-বোধ, সুস্থির প্রকৃতি।
জটিল ইঙ্গিত ছেড়ে অকুণ্ঠ প্রকাশে
আপনারে মুক্ত করো ; প্রতিষ্ঠা-আশ্বাসে
জাহির করো না কভু পদ্মিনী আকৃতি।

আর ভাবি এতো গুণ যেথায় ঈশ্বর
দিয়েছেন, সেথা কেন অভাবিত ত্রুটি !
একটি দীনতা কেন কালিমায় ফুটি'
তোমার ভব্যতা-খ্যাতি করিছে নশ্বর !

আপনারই মাঝে তব ব্যক্তিত্ব বিলীন।
ঘুরিয়ে-বিনিয়ে চোখ বলিতে জানো না
অসার সামান্যে তুমি অবাক্ মানো না
আধুনিকা হয়ে কেন মৌলিকতাহীন !

মাধবী—কিছু কি নাই সাধ !
একবার রুদ্ধ মনে ঈর্ষ্যা জ্বালিলে না
ঢলো-ঢলো মাধুরীতে মৃত্যু চাহিলে না
নহিলে এতো যে ভালো জীবন বরবাদ্ !

তির্য্যক্

তির্য্যক্ সবি, পৃথিবী মানুষ—
প্রাচ্য নৃত্য, কবির ফানুষ
আধো পথে থেমে মিলায় আভাসে
কুটিল রেখায় ভঙ্গুর হাসে।

যুযুৎসু জানে নায়ক-নায়িকা আত্মরত
বিতত বন্ধে কাব্যেরো প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বাঁকানো সীঁথিতে সিন্দূর রাঙা
বঙ্কিম ঠোঁটে ফোটে হাসি ভাঙা।
সর্পিল গ্রীবা শ্লেষ-চতুর
মীড়ের মোচড়ে আনে বেসুর।
চোখের কোনেতে তেরছা রঙ্গ
সুদূর চাঁদের শৃঙ্গ-ভঙ্গ।
চিত-চঞ্চরী রমণী নগ্ন,
ফুলডাল হায় কটি-বিলগ্ন!

সবি হেথা সূচীমুখ,
ধ্বনি ব্যঞ্জনা আলোচনা আর কবিতা প্রণয়-রীতি।
শুধু লাগে অহেতুক,
হুল-ফোটানোর মন্তর-জানা গৌড়ী রসের প্রীতি।

সূচী

